বাণিজ্য

তারিখ 8 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

খুলনা অফিস

মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে শিক্ষা খাতে ব্যয় বেড়েছে কয়েকগুণ। পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের জন্য এসব ব্যয়ের কোনো বিকল্প নেই। ফলে কষ্ট হলেও সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই অভিভাবকরা অতিরিক্ত খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আয়ের বড় অংশ শিক্ষার পেছনে ঢেলে অন্যান্য নিত্যদিনের খরচের সঙ্গে সমন্বয় করতে গিয়ে অভিভাবকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

গত সপ্তাহে খুলনায় কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে। নতুন শিক্ষার্থীরা তাদের বইখাতা কিনতে গিয়ে প্রথম দফা হোচট খেয়েছে। মাত্র দুই বছর আগের প্রতি রিম ১৭৫ টাকা দামের কাগজ এখন বিক্রি হচ্ছে ৩৩০ টাকায়। কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সব ধরনের বইয়ের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। ভালো মানের কলমের দামও দ্বিগুণ হয়েছে। লেখার উপযুক্ত ভালো কলম ৬ টাকার কমে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে কলেজে ক্লাস শুরুর আগেই কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা। প্রাইভেট টিউটররা দুই এক বিষয় পড়ানোর জন্য এক থেকে দেড় হাজার টাকা বেতন নিচ্ছেন। কোচিং সেন্টারগুলো যেন বিকল্প কলেজে পরিণত হয়েছে। সেখানকার মাসিক বেতনও হাজার টাকা ছুঁই ছুঁই। অথচ টাকায় কোচিং-এ পড়া যেত।

কলেজ বা কোচিং-এ যাতায়াতের জন রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিছুদি আগেও রিকশাচালকরা হিসাব-নিকাশ ক ভাড়া চাইতেন। আর এখন খেয়ালখু মতো ভাড়া চান। কড়া রোদ কিংবা বৃ থাকলে ১০ টাকার ভাড়া ৩০ টাকা চে বসে- এভাবেই অভিযোগের কথ জানালেন সরকারি এমএম সিটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী সাবিহা বিনতে রহমান।

অপর এক ছাত্রীর অভিভাবক শেখ ইউনু আলী জানালেন, মেয়েকে সরকারি কলেজে ভর্তি করিয়েছিলাম অনেক কষ্ট করে। মনে করেছিলাম কলেজে লেখাপড়া ভালো হয় আলাদা করে কোচিং করাতে হবে না। কিন্তু মেয়ে জানালো ক্লাসের সবাই কোচিং-এ ভর্তি হয়েছে। ওর কলেজের ইংরেজির টিচার ব্যাচ পড়াচ্ছে। তার কাছে পড়া নাকি এক প্রকার বাধ্যতামূলক, ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, ছাত্রীর বাবা।

কমার্স কলেজে পড়ুয়া অপর এক ছাত্রের মা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বললেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করি। গত দু'তিন বছর শখের বসে কিছু করিনি। যা আয় করেছি তার সবটা ব্যয় হয়ে যায় তিন ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার পেছনে। মাসের শেষে আলুভর্তা আর ডাল ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে খাওয়া হয় না। তারপরও কলিজা